আমার ইচ্ছে করে...

গ্রামের দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে...

গ্রামপ্রধান বাংলাদেশে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর বসবাস। কাজের পাশাপাশি তাদের লেখাপড়া করতে হয়। ছেলেদের কৃষিকাজ ও মেয়েদের সেলাইয়ের কাজ করতে হয়, কেউবা অন্য কাজ করে। অনেক গ্রামে নেই ভালোমানের শিক্ষক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। দারিদ্র্যের জন্য প্রাইভেট পড়া তো দূরের কথা, নিয়মিত স্কুলেই যেতে পারে না অনেকে। গ্রীষ্মের সময় পান্তা ভাত আর শীতের সময় ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে স্কুল ও কাজ উভয়ই করতে হয়। অনেকে সপ্তাহে নিয়মিত ক্লাসে যেতে পারে না। স্কুলে সেকশন চার্জ ও ফি'র জন্য বিনামূল্যে বই পাওয়া সত্ত্বেও অনেকে স্কুলে যাওয়ার মানসিকতা হারিয়ে ফেলছে। কেউবা বেশি কাজ করার ফলে রাতেও ভালোভাবে পড়তে পারে না। ফলে রেজাল্ট খারাপ হলে ভালো কলেজে বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছে না। যেহেতু আমার গ্রামে জন্ম ও বেড়ে ওঠা? তাই নিজেই তা দেখেছি। এদের দেখাশোনা করা কার দায়িত্ব? সরকার বা সমাজের বিত্তশালীরা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান কি এগিয়ে আসবেন? সুষম উন্নয়ন না হলে উন্নত বাংলাদেশ সম্ভব নয়। তাই গ্রামের দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যদের সাহায্য করতে চাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে।

খ. ম. আরিফুল হক
ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

কৃষ্ণচূড়া রঙের শাড়ি পরার শখ

মানুষের মনে যে কত শখ। সব শখ পূরণ হওয়ার নয়, হয় না। তবু মনে-মনে শখ করায় তো বাধা নেই। রুম্পার মনে শখ জাগছে, একটা কৃষ্ণচূড়া রঙের শাড়ি পরে, হাত ভরে কাচের চুড়ি, কপালে টিপ, পায়ে আলতা, চোখের কূল ভরে কাজল দিয়ে থুম ধরে একলা বসে থাকতে। নির্জনে একাকিত্ব উপভোগ করব। হয়তোবা প্রকৃতিও আমাকে দেখবে তার নয়ন মেলে, প্রাণ ভরে। ওরে শখ রে, শখ! আর বাঁচি না ...

রুম্পা রুমানা
নেত্রকোনা

ইচ্ছে করে দৈত্য হই

গুম, খুন, অত্যাচার, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার দেশের মানুষগুলোকে অস্বস্তিতে ভোগায়, আতঙ্কিত করে রাখে প্রতিনিয়ত। হরতাল, অবরোধ, নাশকতা অস্থির করে তোলে দেশটাকে। দেশ রসাতলে ডুবতে থাকলেও, সরকারি গণমাধ্যমে মিথ্যা উন্নয়নের জোয়ার প্রদর্শনের নির্মম উপহাসে পাঠক শ্রোতা এবং দর্শকরা চরম বিরক্ত। দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়ার লাগামহীনতায় ভেঙ্গে চুরমার হয় দারিদ্র্যের কশাঘাতে পিষ্ট হতে থাকা নিরীহ মানুষগুলোর জীবন ও জীবিকা। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক সাগর রক্তের মূল্যে অর্জিত স্বাধীনতার পিঠে স্বার্থপরতার লাল আঁচড় খামছে থাকায় অনিশ্চিত গন্তব্যের বাংলাদেশ দেখে আমার দৈত্য হতে ইচ্ছে করে। চেরাগ ঘষলেই অসম্ভব ক্ষমতার দৈত্য যেমন বলে হুকুম করুন মালিক, তেমনি দেশের অসহায় এবং নিরীহ মানুষদের স্বার্থে দৈত্যের ক্ষমতা দিয়ে এদেশে আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিতাম। অনিশ্চিত এবং অশান্ত জীবনে পেট ভরে ভাত এবং চোখ ভরে ঘুমের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য দেশপ্রেমিক অসহায় মানুষগুলো ঢের আগেই যে হুকুম দিয়ে রেখেছেন।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ
মিরসরাই, চট্টগ্রাম

জ্যোৎস্না রাতে আকাশ দেখতে

আমার খুব ইচ্ছে করে কোনো এক বৃষ্টির দিনে ছোট্ট খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে, অথবা যখন আকাশে অনেক বড় একটা চাঁদ ওঠে তখন চায়ের মগ হাতে নিয়ে আকাশ দেখতে। একটা সময় ছিল যখন আমার কাছে এটা কোনো ব্যাপারই ছিল না। কারণ তখন আমাদের বাসার বারান্দাটা ছিল অসম্ভব সুন্দর। সামনেই একটা পুকুর ছিল বলে বারান্দাতে দাঁড়ালে অনেকটুকু খোলা জায়গা আর আকাশ দেখতে পেতাম। রাতের বেলা যখন আকাশে চাঁদ উঠত কিংবা বৃষ্টির সময় বারান্দায় দাঁড়ালে পৃথিবীটাকে অনেক বেশি সুন্দর মনে হতো। কিন্তু ৪ বছর আগে আমরা যখন এই বাসায় এলাম সবার আগে আমি যে জায়গাটা দেখতে গিয়েছি, সেটা ছিল বারান্দা। কিন্তু এটাকে বারান্দা না বলে বদ্ধ একটা খাঁচা বলাই যেন ভালো। এখানে দাঁড়ালে আকাশের পরিবর্তে বিশাল একটা বিল্ডিং দেখা যায়! মনে হয় আমার দৃষ্টিকে কেউ যেন একটা বড় দেয়াল দিয়ে আটকে দিয়েছে! আর তাই যখনই পূর্ণিমা হয় অথবা আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামে তখন ইচ্ছে হয় ছুটে যাই আমার সেই আগের বারান্দায়, যেখান থেকে অনেক বড় আকাশ দেখা যায়!

আফসারা তাসনিম
ঢাকা

এই বিভাগে আপনিও লিখুন
জানান আপনার ইচ্ছের কথা
ছবিসহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা
সাপ্তাহিক ২০০০
ডেইলি স্টার সেন্টার, ৬৪-৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
ঢাকা-১২১৫, ই-মেইল : newarticle2000@gmail.com